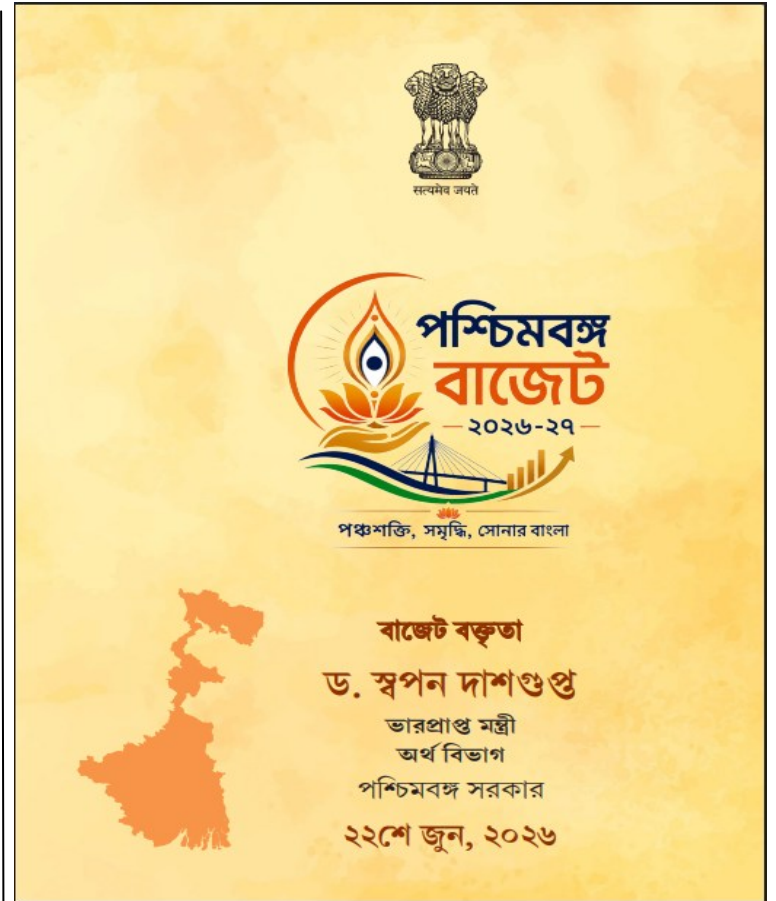




পেশ রাজ্য বাজেট ২০২৬-২০২৭

কী কী চমক থাকলো পূর্ণাঙ্গ বাজেটে

- পূর্বতন সরকারের বেলাগাম দুর্নীতি রুখে আগামী অর্থবর্ষের মধ্যে রাজস্ব ও আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে যথাক্রমে ১.০২ শতাংশ ও ২.৯১ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। ঋণের বোঝা ৩৮.২৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৭.৯৮ শতাংশে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।
- আগামী অর্থবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন সরকারী ও সরকার পোষিত সংস্থায় এক লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুলিশে ২০ হাজার, স্কুল ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরে ৫০ হাজার, রাষ্ট্রীয় রাইফেলসে এক হাজার শূন্যপদ পূরণ করা হবে। বাকি ২৯ হাজার কর্মীকে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে নেওয়া হবে। কর্মীনিয়োগে দুর্নীতি রুখতে ইউপিএসসির খাঁচে প্রশাসনিক সংস্থা তৈরির কথা বলা হয়েছে।
- স্থায়ী সরকারি ও সরকার পোষিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি, রাজ্যের বৃহৎ সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ইজ অফ লিভিং-এর কথা মাথায় রেখে এই বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি কর্মীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএর ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী অক্টোবর মাসে, কর্মীদের অ্যাকাউন্টে সর্বমোট ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ দেওয়া হবে। এদিকে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সাম্মানিক পাঁচ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে।
- অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় ২৫-৬০ বছর বয়সী মা, বোন, দিদিদের মাসিক তিন হাজার টাকা দেওয়ার কথা সংকল্পপত্রেই ঘোষণা করেছিল বিজেপি। মাতৃশক্তির আর্থিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করতে ৩৬ হাজার কোটি টাকা অন্নপূর্ণা যোজনার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ধার্য করেছে।
- লোখা-শবর, টোটো ও বীরহর সম্প্রদায়ের ভাই-বোনদের কাছে সুষম পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার পৌঁছে দিতে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে, উক্ত তিন পিছিয়ে থাকা মূলনিবাসী ভাই-বোনদের কাছে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, আলু-সহ সুষম খাদ্য প্যাকেট প্রতি সপ্তাহে বিতরণ করা হবে। মূলনিবাসীদের কাছে যাতে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে সরকার কড়া ব্যবস্থা নেবে।
- সরাসরি টাটা গোষ্ঠী ফের পশ্চিমবঙ্গে কবে আসতে চলেছে, তানিয়ে যে কোনও ধরনের গুজবের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে এই বাজেটে বর্তমান শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন, কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে সুচারু রাস্তাঘাট, বন্দর সহ কারিগরি শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভিমুখে সরকারি অর্থ সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রিসহ বিভিন্ন পরিসেবা ২৪ ঘণ্টা চালানো যায় কিনা, সেনিয়ে আইনগত কী কী সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
- গোটা দেশে বেশ কয়েকটি বিমান বন্দর সম্প্রসারণের কাজ শুরু হতে চলেছে। যার মধ্যে রয়েছে পুরুলিয়া ও মালদা বিমানবন্দর। মালদাসহ, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গাভাঙনের ফলে প্রতি বছর পর্যুদস্ত হয়। ভাঙন রোধে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপূজার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট গড়ে তোলা হবে। তৈরি হবে চৈতন্য মহাপ্রভু তীর্থযাত্রা সার্কিটও।



কোন খাত, কত বরাদ্দ

- মহিলা ও শিশু বিকাশ
এবং সমাজ কল্যাণ ৫২৩০৮.৫০
- পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন
দপ্তর ৫১৮৩৬.৫৫
- বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ৪৪৯৪৮.২১
- স্বাস্থ্য দপ্তর ২৪৭৫৩.৭২
- পার্বত্য ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক
দপ্তর ১৭৯২৫.৪২
- পৌর ও নগরোন্নয়ন
দপ্তর ১৪৬০৯.৭৭
- উচ্চশিক্ষা দপ্তর ৭১৬৮.৬০
- শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর ৩২৬৬.৫৯

সম্পাদকীয়

রাজ্যে পেশ হল পূর্ণাঙ্গ বাজেট। সোমবার, ঠিক দুপুর বারোটায় বিধানসভায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সামনে প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বিজেপির সংকল্পপত্রে উল্লিখিত একাধিক প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের পাশাপাশি এই বাজেটে উঠে এসেছে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। একদিকে যেমন রয়েছে দীর্ঘদিনের শিল্পখরা কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্ভাবনাকে নতুন করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার প্রচেষ্টা, তেমনই রয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা সূসংহতভাবে সামাল দেওয়ার আশ্বাস।

তবে পূর্বতন সরকারের মতো বর্তমান সরকারও রাজ্যের পরিষেবা ক্ষেত্রকেই অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে দেখছে। কিন্তু পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর এই নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী সমাধান নয়। সেই কারণেই শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার অভিমুখ এই বাজেটে স্পষ্ট। শিল্পশক্তিকে অর্থনীতির পঞ্চম শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে যেমন ‘ভবা’ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে, তেমনই জোর দেওয়া হয়েছে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন ফ্রেমওয়ার্ক’-এর উপর। আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রেখে শিল্পোন্নয়নের অঙ্গীকারও শোনা গিয়েছে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে। এই আশার আলোয় একদিকে যেমন রয়েছে ‘রিজুভেনেশন অফ লেগ্যাসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার’, অন্যদিকে রয়েছে ‘ন্যাশনাল ফাইবার মিশন’। বর্তমানে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তন্তু ও তন্তুজাত দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ। বিশ্বের বাজারে যার মূল্য প্রায় ৩.১৬ লক্ষ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের জন্য সুপরিচিত হলেও সামগ্রিক তন্তুশিল্প রপ্তানিতে এখনও গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের পরে তৃতীয় স্থান। অথচ দক্ষ শ্রমশক্তি, ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্প এবং পরম্পরাগত কারুশিল্পের সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা অনস্বীকার্য।

প্রাথমিকভাবে গঙ্গারামপুরের তাঁতশিল্প এবং কুমারগিরি কাপেট শিল্পকে



অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে বালুচরী শাড়ি, শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁত এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পও ন্যাশনাল ফাইবার মিশনের আওতায় আসবে— এমন প্রত্যাশা অমূলক নয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের কথা না বললেই নয়। স্মিথ, তাঁর বিখ্যাত বই, ওয়েলথ অফ নেশনস-এ দেখিয়েছিলেন, যে কোনও অর্থনীতিতে শ্রমের ভূমিকা অপরিসীমা। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক একক হিসেবে সমাজে সকল শ্রেণির মানুষ কর্মরত, তাঁদের প্রত্যেকেই নিজস্ব রুজিরুটির তাগিদে শ্রম দিয়ে থাকেন। সেই শ্রমের উদ্বৃত্ত অংশ পরবর্তীতে সমাজের মূলধন হিসেবে সঞ্চিত হয়। যে সমাজ যত বেশি উন্নত, সেই সমাজে অর্জিত মূলধনের পরিমাণও তত বেশি। তবে এই সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটে মূলধনের সঞ্চয় সম্পর্কে খুব বেশি কিছু না বলা হলেও, আশা করা যায় নির্ধারিত নীতি মূলধন সঞ্চয়ের পথ দেখাবে। সরকারের বয়স এখনও মাত্র এগারো দিন। এই প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উচ্চাভিলাষী এই বাজেট বাস্তবায়নের পথে কতদূর এগোতে পারে, তার উত্তর সময়ই দেবে। আপাতত, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে এই বাজেট ফলপ্রসূ হোক— এই প্রত্যাশাই রইল।

কিন্তু বাজেট রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে সরকারি দপ্তরগুলির দীর্ঘসূত্রতা। অবশ্য সেই জটিলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তার কথাও বাজেটে স্বীকার করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মাথায় রেখে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নিয়োগের প্রতিশ্রুতিও সেই বৃহত্তর লক্ষ্যের অংশ। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মীসংকট দূর করার মধ্য দিয়েই শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াসের ইঙ্গিত মিলেছে বাজেটে। কিন্তু ঘোষণার চেয়ে বাস্তবায়নই শেষ কথা। সেই পরিকল্পনা কত দ্রুত এবং কতটা কার্যকরভাবে মাটিতে নামে, সেটাই দেখার।

বাজেটে এক লক্ষ নতুন নিয়োগ ও ডিএ বৃদ্ধির প্রস্তাব

কোলকাতা, ২২ জুন : সোমবার রাজ্য বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। নবনির্বাচিত বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে একদিকে যেমন আর্থিক ঘাটতি কমানোর রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বাজেট পেশের আগে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন স্বপন দাশগুপ্ত। এদিন বিধানসভায় তিনি জানান, কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখেই ‘বিকশিত ভারতের আঙ্গিকে বিকশিত বাংলা’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে রাজ্য সরকার।

বাজেটে সেবা, নির্মাণ, জ্ঞান, জীবন ও শিল্প— এই পাঁচটি ক্ষেত্রকে ‘পঞ্চশক্তি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে রাজস্ব ঘাটতি ১.০২ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। পাশাপাশি আর্থিক ঘাটতি ৩.৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২.৯১ শতাংশে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের উপর থাকা ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৯১ কোটি টাকার ঋণের বোঝাও ধাপে ধাপে কমানোর কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে কলকাতা ও বসিরহাট-সহ

একাধিক নতুন জেলা তৈরির ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর মতে, নতুন জেলা গঠনের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা আরও সহজে প্রাপ্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

কর্মীসংকট মোকাবিলায় আগামী অর্থবর্ষে এক লক্ষ নতুন কর্মী নিয়োগের ঘোষণাও করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫০ হাজার পদ থাকবে স্কুল ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরে, ২০ হাজার পদ পুলিশ বিভাগে এবং এক হাজার কর্মীকে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাকি ২৯ হাজার পদ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পূরণ করা হবে। মোট পদের ১০ শতাংশ অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

চাকরিপ্রার্থীদের বয়সসীমা বৃদ্ধির পূর্বঘোষণা আগামী দু’বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য অক্টোবর থেকে ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ এবং পেনশনভোগীদের জন্য ২০ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ, হোমগার্ড, প্রাণীবন্ধু ও প্রাণীসেবীদের ভাতাও ২ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী অগাস্ট মাস থেকে এই বর্ধিত ভাতা কার্যকর হবে।

এছাড়াও বার্ষিক্যভাতা ও বিধবা ভাতার ক্ষেত্রে মাসিক অনুদান ৫০০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে আর্থিক শৃঙ্খলা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে নবনির্বাচিত সরকার।



সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পবিত্র অম্বুবাচী উৎসব- চিত্র সৌজন্য ইন্টারনেট।

পরিযায়ীদের জন্য চালু হচ্ছে এক দেশ, এক রেশন

কোলকাতা, ২২ জুন : রাজ্যের প্রায় ৬৫ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে সরাসরি খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আনতে ‘এক দেশ, এক রেশন’ নীতি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান, আস্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্যানিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গোটা দেশে আয়ুত্থান ভারত প্রকল্প চালু হলেও, পূর্বতন সরকার এই প্রকল্পে যোগ দেয়নি। তার পরিবর্তে চালু করা হয়েছিল স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বহু হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কার্যকর না হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের।

সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্য আয়ুত্থান ভারত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়। এবার সেই পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করতে সরাসরি পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর দাবি, ‘এক দেশ, এক রেশন’ ব্যবস্থার ফলে দেশের যে কোনও প্রান্তে অবস্থান করেও রেশন পাওয়ার সুবিধা পাবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। এর ফলে খাদ্যসংক্রান্ত অনিশ্চয়তা অনেকটাই কমবে।

পাশাপাশি আয়ুত্থান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাও তাঁদের কাছে আরও সহজলভ্য হবে। রাজ্য সরকারের মতে, পরিযায়ী শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। সরকারের এই উদ্যোগকে পরিযায়ী শ্রমিকরা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার পরিযায়ী শ্রমিকদের দাবি, এই সুবিধে চালু হলে, বাইরের রাজ্যে আমাদের সুরাহা মিলবে। প্রসঙ্গত, এক বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক, বেঙ্গালুরু, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতে কাজ করতে যান। তাঁদের অনেকেই স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ এতদিন গ্রহণ করতে পারতেন না। এবার সেই সমস্যা মিটবে।

চুক্তির পথেই হাঁটছে ইরান-আমেরিকা

পরমাণু পরিদর্শকদের ফিরতে দেওয়ার ইঙ্গিত তেহরানের

২২ জুন : দীর্ঘ সংঘাত ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের পর অবশেষে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে স্থায়ী সমঝোতার পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ইঙ্গিত মিলল। সোমবার সুইৎজারল্যান্ডের বার্নেইনস্টকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স দাবি করেন, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-র পরিদর্শকদের ফের ইরানে প্রবেশের অনুমতি দিতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে তেহরান। এমনকি, সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা দ্রুত শুরু হতে পারে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ভ্যান্সের দাবি, ইরান ও আমেরিকার মধ্যে প্রথম দফার আলোচনা একটি ইতিবাচক ভিত্তি তৈরি করেছে। কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকের পর আগামী ৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত সমঝোতার লক্ষ্যে একটি রূপরেখা তৈরি হয়েছে। তাঁর কথায়, “এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমেরিকার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইরানের সম্ভাব্য পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচির স্থায়ী অবসান।”

যদিও তেহরান বরাবরই দাবি করে এসেছে, তাদের পরমাণু কর্মসূচির উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অন্যান্য অসামরিক

প্রয়োজনে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার। পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের অভিযোগ তারা বারবার অস্বীকার করেছে। তা সত্ত্বেও আমেরিকা-সহ একাধিক পশ্চিমী দেশ এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের কর্মসূচি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আসছে।

গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ানের মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৪ দফার সমঝোতা স্মারকে আইএইএ-র ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ইরানের মজুত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম এবং বিভিন্ন পারমাণবিক স্থাপনার উপর আন্তর্জাতিক নজরদারি পুনর্বহালের বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে ইরান এবং আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন ও জার্মানিকে নিয়ে গঠিত ছয় বিশ্বশক্তির মধ্যে স্বাক্ষরিত যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (জেসিপিওএ)-র মাধ্যমে

ইরানের পরমাণু কর্মসূচির উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই চুক্তির অধীনে আইএইএ ইরানের বিভিন্ন পরমাণু কেন্দ্রে নিয়মিত পরিদর্শনের অধিকার পায়। কিন্তু ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদে ওই চুক্তি থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে নেন। এরপর ধীরে ধীরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ২০২৫ সালে ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে ১২ দিনের সংঘাতের পর ইরান আইএইএ-র প্রবেশাধিকার স্থগিত করে দেয়। পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের ওই সংস্থার অবশিষ্ট পরিদর্শকরাও দেশ ছাড়েন। ফলে আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

এদিকে, বৈঠকে হরমুজ প্রণালীকে ঘিরেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে একটি সরাসরি

যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরিতে নীতিগত ঐকমত্য হয়েছে। পাশাপাশি, লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে আমেরিকা, ইরান ও লেবাননের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ‘ডি-কনফ্লিকশন সেল’ গঠনের সিদ্ধান্তও হয়েছে। কাতার ও পাকিস্তান এই প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করবে।

তবে যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা শুরু হলেও পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। লেবাননে ইজরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৬৭ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। অন্যদিকে, হেজবোল্লার আক্রমণে পাঁচ ইজরায়েলি সেনার মৃত্যুর কথাও জানিয়েছে তেল আভিভ। এই পরিস্থিতিতে, লেবাননের সংঘাত নিয়ন্ত্রণই শান্তি প্রক্রিয়ার প্রথম বড় পরীক্ষা হতে পারে।

বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আগামী ৬০ দিনের আলোচনা সফল হলে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিবস্থা ফিরতে পারে। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এবং পশ্চিম এশিয়ার জটিল ভূ-রাজনীতির সমীকরণে সামান্য অচলাবস্থাও নতুন করে সংঘাতের জন্ম দিতে পারে।